بسم الله الرحمن الرحيم

Assignment On
কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবে মিরাজ

Submitted To	Submitted By
Ustad Md Abdul Wahid Dept. : Aqidah , Fiqh & Arabic. Subject : RAM 302	Name :Shafayat Hassan Siddiquee Batch : 202 Roll: 20201389 Bachelor in Dawah & Islamic Studies (Alim Preparatory Course)

সূচিপত্র :

১। লেখকের কথা

"ইসরা ও মিরাজ" রাসূল (সা:) এর মাক্কী জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নবুওত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমানে এটি অন্যতম মুজিযা। মিরাজের রাতেই দৈনন্দিন ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ আসে। সুতরাং ইসরা ও মিরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, কিন্তু এর নির্দিষ্ট কোন সন, মাস ও তারিখে সংঘটিত হয়েছে এরকম কোন প্রমান নেই।অথচ আমাদের সমাজে একটি নির্দিষ্ট তারিখে শবে মিরাজ উদযাপন করা হয় যা নিতান্ত ভিত্তিহীন এবং এ দিনের ইবাদত ও ভিত্তিহীন।আমাদের ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার আলিম শেষ বর্ষে **" RAM 302"** কোর্সে আমার জন্য " কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শবে মিরাজ " প্রবন্ধটি নির্ধারিত হয়।।আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে লিখার তাওফিক কামনা করছি।

২। প্রসঙ্গ কথা

ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ،

অর্থঃ'' নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'

[সুরা ইমরান - ৩:১৯]

ইসলাম ধর্মের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল নবী (সা:) এর জীবন সমাপ্তির মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্নতা লাভ হয়েছে। তাইতো বিদায় হজের ভাষনে অবতীর্ণ হয়:

اَ لْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَ تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থঃআজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

[সুরা মায়েদা - ৫:৩]

সুতরাং ইসলামে কারো পক্ষে নতুন কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করার অবকাশ নেই।এজন্য এবাদতের নামে কোন কর্মে লিপ্সু হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

নবী (সা:) বলেন :

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ (ইবাদত) করে যে ব্যাপারে আমাদের কোন আদেশ-নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখানযোগ্য, কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।"

[সহীহ মুসলিম]

অতএব শবে মিরাজ সম্পর্কে আমরা একটু চিন্তা গবেষণা করলেই আমাদের এসব ইবাদতের গোপন রহস্য উদঘাটিত হবে ইনশাল্লাহ।।

৩। ইসরা ও মিরাজের পরিচয়

ইসরা শব্দের অর্থ রাত্রি বেলা ভ্রমন করা।ইসলামী পরিভাষায় নবী (সা:) এর বিশেষ মুজিযা স্বরুপ তাঁকে মাসজিদে হারাম এর চত্তর থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিবেলায় জিব্রাইলের সাথে বিশেষ বাহনে জাগ্রতবস্থায় ভ্রমব করানোকে ইসরা বলে।

মিরাজ শব্দটিও আরবী যার অর্থ ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যম,যা ঊর্ধ্বগমনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।ইসলামী পরিভাষায় নবী (সা:) মাসজিদে আকসা থেকে সপ্ত আসমান ও তদুর্ধ্বে স্বশরীরে জাগ্রতবস্থায় আরোহন এবং বিভিন্ন নিদর্শন পরিদর্শন করায় যে মুজিযা লাভ করেন তাকেই মিরাজ বলে।

[তথ্যসূত্র : শারহু আক্বীদাহ আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃষ্ঠা:২২৩]

৪। সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজুন্নবীর ঘটনাঃ

বাধা আর সফলতার মাঝে এগিয়ে চলছিল ইসলামের অগ্রযাত্রা। কাফির-মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর অকথ্য নির্যাতনে শানিত হচ্ছিল মু'মিনের ঈমান, জ্বলে উঠছিল মুসলমানের দ্বীনী জযবা। এমনি সময়ে কোনো এক রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। অতঃপর খানায়ে কাবা সংলগ্ন 'হাতীমে' শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এই সেই 'হাতীম' যা এক সময়ে খানায়ে কাবারই অংশ ছিল। মক্কার কাফেররা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে সমবেত হত, পরস্পর শপথ ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হত। সংকটাপন্ন মুহূর্তে দুআর জন্য প্রসারিত করত দু'হাত। মক্কার সর্দারেরা এখানে প্রায় বিশ্রাম নিত। নবীজীও মাঝে মাঝে আরাম করতেন। ওই রাতেও নবীজী সেখানে তন্দ্রাবিষ্ট ছিলেন; নিদ্রা তখনও আসেনি। আর নবী-রাসূলগণের নিদ্রা তো এমনই হয়; চোখ দুটো তাঁদের মুদে আসলেও ক্বলব থাকে সতত জাগ্রত। জিবরীল আমীন আ. নেমে এলেন। নবীজীকে জাগ্রত করলেন। অতপর তাঁকে নিয়ে গেলেন আবে যমযমের নিকটে। তাঁর বক্ষের অগ্রভাগ হতে চুল পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। বের করা হল তাঁর হৃদপিণ্ড। তা আবে যমযম দ্বারা শোধন করা হল। ঈমান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর স্বর্ণের একটি পেয়ালা এনে তা দিয়ে ভরে দেওয়া হল নবীজীর বক্ষ মুবারক। অতপর হৃদপিণ্ড যথাস্থানে রেখে দিয়ে উপরিভাগ সেলাই করে দেয়া হল। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি এর চিহ্ন নবীজীর বুকে প্রত্যক্ষ করেছি।

'বুরাক' নামক ক্ষিপ্রগতির একটি সওয়ারী আনা হল, যা ছিল গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং দীর্ঘদেহী। রং ছিল শুভ্র। এমনই ক্ষিপ্র ছিল তার চলার গতি যে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে পড়ত তার পায়ের খুর। তার পিঠের উপর জিন আটা ছিল, মুখে ছিল লাগাম। নবীজী রেকাবে পা রাখবেন এমন সময় 'বুরাক' ঔদ্ধত্য দেখাল। জিবরীল তাকে থামিয়ে বললেন, হে বুরাক! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঔদ্বত্য প্রকাশ করছ? তুমি কি জান, আল্লাহর কাছে তার চেয়ে মহান ও প্রিয়তম কোনো ব্যক্তি কখনও তোমার উপর সওয়ার হয়নি। একথা শুনতেই বুরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর নবীজী বুরাকে আরোহন করলেন। মুহূর্তেই এসে উপস্থিত হলেন জেরুজালেম নগরীর বায়তুল মাকদিসে। জিবরীল একটি পাথর ছিদ্র করে বুরাককে বেঁধে রাখলেন। এটা সেই বৃত্ত যেখানে নবীগণও নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন।[৩] বায়তুল মাকদিসে ঢুকে তিনি দেখেন, হযরত মুসা আ. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে যেন শানওয়া' গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আ. কেও দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখা গেল। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের, সাদা ও লাল রং বিশিষ্ট। তাঁর চুল ছিল সোজা ও চাকচিক্যময়। তাঁর আকার আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা. এর সাথে অধিক মিলে। হযরত ইব্রাহীম আ.কেও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী বলেন, তাঁর দেহাবয়ব আমার সাথে অধিক সামঞ্জ্যশীল।

ইতিমধ্যে জামাত প্রস্তুত হল। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। সকল নবী-রাসূলগণ নবীজীর পিছনে ইক্তেদা করলেন। ওখান থেকে বের হয়েই দেখলেন, জিবরীল আ. এর হাতে দুটি সুদৃশ্য পাত্র। একটি শরাবের, অপরটি দুধের । পাত্র দুটি পেশ করা হলে নবীজী দুধেরটিকেই বেছে নিলেন। এতদ্দর্শনে জিবরীল আ. তাঁকে বললেন, আপনি ও আপনার উম্মত স্বভাবজাত ফিত্রাতকেই বেছে নিয়েছেন। আপনি যদি শরাব পছন্দ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

এরপর শুরু হল ঊর্ধ্বজগতের সফর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাকের উপরই ছিলেন। একে একে প্রতি আকাশের দ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। প্রথমে দুনিয়ার দৃশ্যমান আসমানে এসে জিবরীল আ. দ্বার উন্মুক্ত করতে অনুরোধ করেন। অপর প্রান্ত হতে প্রশ্ন হয়, কে আপনি? তিনি বললেন, আমি জিবরীল।

প্রশ্ন করা হয়, কে আছেন আপনার সাথে?

বললেন, মুহাম্মদ।

প্রশ্ন হয়, আপনি কি তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছেন?

বললেন, হ্যাঁ

অতঃপর প্রথম আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। তাঁরা এর উপরে উঠে আসেন। নবীজী বলেন, ওখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার ডানদিকে রূহের একটি ঝাঁক দেখা গেল, বামদিকেও তেমনি একটি ঝাঁক।

ওই ব্যক্তি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বামদিকে তাকালে ক্রন্দন করেন। তিনি আমাকে দেখে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন, মারহাবা হে মহান পুত্র! মারহাবা হে মহান নবী!!

নবীজী জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে?

তিনি বললেন, তিনি আদম আ.।

তাঁর ডান ও বাম দিকে যাদের দেখলেন তারা তাঁর আওলাদ। ডানদিকে যারা তারা জান্নাতী; আর বামদিকে যারা, তারা দোযখী। আর তাই তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন।

এরপর জিবরীল আ. নবীজীকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশের পানে ছুটলেন। সেখানেও দ্বার উন্মুক্ত করতে বলা হলে জিজ্ঞাসা করা হল, কে? তিনি জবাব দিলেন, জিবরীল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ। আবার প্রশ্ন হল, তিনি কি আহুত হয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাঁকে আনার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। দ্বার উন্মুক্ত করা হলে সেখানে দু'খালাত ভাই অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা উভয়ই নবীজীকে মারহাবা বলে দুআ করলেন। এরপর জিবরীল তাঁকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গিয়ে পূর্বের মতো প্রশ্নোত্তর পর্বের পর দ্বার উন্মুক্ত হলে সেখানে হযরত ইউসুফ আ. এর সাথে মুলাকাত হল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে গোটা রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দান করেছিলেন। তিনিও নবীজীকে মারহাবা বলে উঞ্চ অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন।

একই পদ্ধতিতে চতুর্থ আকাশে পৌঁছালে সেখানে হযরত ইদরীস আ. এর সাথেও শুভেচ্ছা বিনিময় হল। নবীজী বলেন, আমরা যখন সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন হযরত মুসা আ. ক্রন্দন করতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই যুবক আমার পরে প্রেরিত হয়েছে। তদুপরি তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়েও অনেক বেশি জান্নাতে যাবে। একথা ভেবেই আমি কাঁদছি। সেখান থেকে নবীজীকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হযরত ইব্রাহীম আ.কে দেখলেন, তিনি বায়তুল মা'মুরে ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট। বায়তুল মা'মুর সেই স্থান যেখানে প্রত্যহ এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করার জন্য প্রবেশ করে, যাদের পালা এরপর আর কখনও আসে না।

হযরত ইব্রাহীম আ.ও নবীজীকে দেখে অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর তিনি নবীজীকে উদ্দেশ করে বললেন, মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলুন এবং তাদেরকে অবগত করুন যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র, এর পানি সুমিষ্ট। জান্নাত হচ্ছে খুব পরিচ্ছন্ন ও সমতল। এর বৃক্ষ হচ্ছে-

سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم.

''সকল মহিমা ও প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্‌ মহান, এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন শক্তি বা শক্তি নেই, আল্লাহ্‌ সর্বোত্তম ও সুমহান।''

অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। পৃথিবী থেকে যে সকল বস্তু অথবা রূহ উপরে আরোহন করে, সেগুলো এখানে পৌঁছে থেমে যায়। তদ্রূপ ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে নিম্নে আগমনকারী সব কিছু এখানে এসে থেমে যায়। নবীজী বলেন, সিদরাতুল মুনতাহার পাতা ছিল হাতির কানের মতো, আর ফল ছিল বড় মটকার মতো। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ যখন বৃক্ষটিকে ঘিরে নিল, তখন সে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। কোনো মানুষের সাধ্য নেই সে সৌন্দর্য বর্ণনা করার। নবীজী বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে

এত ঊর্ধ্বে পৌঁছে যাই যেখান থেকে আমি আল্লাহর হুকুম-আহকাম লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ফেরেশতাদের 'কলমের' আওয়াজ শুনতে পেলাম।

অতঃপর, আল্লাহ নবীজীকে যা দিবার ছিল তা দিলেন। তিনি দিনরাত্রিতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। ফিরে আসতে হযরত মুসা আ. এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করেছেন? নবীজী বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায । তিনি বললেন, আপনি মহান রবের কাছে ফিরে যান এবং আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। এতটুকু পালনের সাধ্য আপনার উম্মতের নেই। আমি তো বনী ইসরাঈলকে এর চেয়ে অনেক কম ফরয দিয়ে খুব পরীক্ষা করে দেখেছি। নবীজী ফের মহান রবের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, রাব্বুল আলামীন! আমার উম্মতের জন্য নামায আরও হ্রাস করুন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। ফিরে আসার সময় পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের কথা হযরত মুসা আ. কে জানালে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের এতটুকু পালন করার সামর্থ নেই। অতএব আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। নবীজী বললেন, আমি এমনিভাবে বারবার আপন রব ও মূসা আ. এর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। আর প্রতিবারই পাঁচ-পাঁচ করে কমতে থাকল। অবশেষে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, মুহাম্মদ ! দিবা-রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মাত্র। প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ নামাযের সওয়াব, ফলে সেই পঞ্চাশ নামাযই হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করবে, এরপর তা আমলে পরিণত করবে না, তার জন্যও একটি নেকী লেখা হবে। আর যে ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিণত করবে, সে দশটি নেকী পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কর্মের কেবল ইচ্ছা করে, আমল পরিণত করে না,তার কোনো গুনাহ লেখা হবে না। আর যদি আমলেও পরিণত করে তবে একটি মাত্র গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে।

নবীজী বলেন, এরপর আমি নেমে এসে হযরত মূসা আ. এর কাছে গেলাম। তাঁকে সব কিছু অবগত করলে তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। আমি বললাম, মহান প্রভুর কাছে অনেকবার গিয়েছি, আবেদন করেছি। এখন আমার লজ্জা হচ্ছে। অবশেষে জান্নাত, জাহান্নাম ও সপ্তাকাশের দীর্ঘ সফর করে মহান মাওলার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পেয়ে নবীজী ফিরে এলেন মক্কায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পবিত্র রজনীতে মুসলমানদের জন্য তিনটি বিষয় হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ এবং পুরো উম্মতের মধ্যে শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার ঘোষণা। এ ছিল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মিরাজের পুরস্কার।

এ ছিল মিরাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এর মাঝে জান্নাত ও জাহান্নাম সহ বৈচিত্রময় সৃষ্টির অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন নবীজী।[৯] বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বর্ণনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বিচিত্র ঘটনাবলি থেকে নির্ভযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করলে বিবরণ পূর্ণতা পাবে বলে মনে হয়। যেমন

১। এ রাতে নবীজী জাহান্নাম পরিদর্শনে গেলে মালেক নামক জাহান্নামের প্রধান রক্ষী নবীজীকে সালাম ও অভ্যর্থনা জানান।

২। তিনি দাজ্জালকেও দেখেছিলেন।

৩। এমন এক দল লোকের পাশ দিয়ে নবীজী গমন করেছিলেন যাদের নখ ছিল তামার। এই নখ দ্বারা তারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও বক্ষ আচঁড়াচ্ছিল। এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জিবরীল নবীজীকে জানালেন, এরা সেই লোক যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। অর্থাৎ একে অপরের গীবত ও মানহানি করত। অন্য এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, বরং দুনিয়াতে গীবতকারী এসব লোকদেরকে মৃত ভক্ষণ করতে দেখেছিলেন নবীজী।

৪। এই মহান রাতে নবীজী এমন কিছু লোককে দেখতে পেয়েছিলেন, যাদের ঠোঁট কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল, ঠোঁট কাটা মাত্র তা পুনরায় জোড়া লেগে পূর্ববৎ হয়ে যেত। এদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জিবরীল নবীজীকে উত্তর দিলেন,এরা এমন বিষয়ে বক্তৃতা ও ওয়ায করত,যা তারা নিজেরা আমল করত না।

৫। শবে মেরাজে নবীজী এমন লোকদের দেখলেন যাদের পেট ছিল এক একটি গৃহের মতো। পেটের ভেতরটা ভর্তি ছিল সর্পে, যা বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। প্রশ্ন করা হলে জিবরীল জানালেন, এরা সুদখোর।

৬। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দেখার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

৭। মোতি জমরদের প্রাসাদে ঘেরা একটি নহর দেখতে পেলেন, যার পানি ছিল মেশক-এর চেয়ে বেশী সুগন্ধিময়। নবীজী এটা কী জানতে চাইলে জিবরীল আ. বললেন, এর নাম ‘কাওসার’ যা আপনার প্রতিপালক একমাত্র আপনার জন্যই সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

৮। মহানবী চারটি নদীও দেখেছিলেন। এর মধ্যে দু’টি জাহেরী আর দু’টি বাতেনী। বাতেনী দু’টি জান্নাতে প্রবাহিত আর জাহেরী দু’টি হচ্ছে নীল ও ফোরাত।

৯। নবীজী জান্নাতে প্রবেশ করে একপাশে একটি হালকা আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? জিবরীল বললেন, মুয়াযযিন বেলালের কণ্ঠ। মিরাজ থেকে ফিরে নবীজী সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বললেন, বেলাল সাফল্য অর্জন করেছে,আমি তার জন্য এমন সব মর্তবা দেখেছি।

১০। শবে মিরাজে নবীজী এক পবিত্র খোশবুর কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি সুধালেন, এটা কীসের খোশবু? ফেরেশতারা বলল, এটা ফেরাউন-তনয়ার কেশ বিন্যাসকারিনী ও তার সন্তানদের খোশবু। কোনো একদিন চুল আচঁড়াতে গিয়ে তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে সে বিসমিল্লাহ বলেছিল। ফেরাউন-তনয়া বলল আমার পিতা? মহিলা বলল, আমার রব তিনি, যিনি আপনার ও আপনার পিতার প্রতিপালক। ফেরাউন-তনয়া বলল, আমার পিতা ছাড়া কি তোমার অন্য কোনো রবও আছে? মহিলা বলল, হাঁ। এ খবর ফেরাউনের কানে গেলে সে মহিলাকে ডেকে বলল, আমি ছাড়া তোর আরও রব আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার ও আপনার প্রতিপালক তো মহান আল্লাহ তায়ালা। শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরাউন তামায় নির্মিত একটি বড় পাত্রে তেল ভরে খুব গরম করার আদেশ দিল। ওই মহিলা ও তার সন্তানদের এতে নিক্ষেপের হুকুম হল। ফিরাউনের লোকেরা এক এক করে সবাইকে তাতে নিক্ষেপ করতে লাগল। সবার শেষে মায়ের কোলে থাকা নিস্পাপ শিশুটির পালা এল। ছোট্ট শিশু মুখ ফুটে মাকে অভয় দিল। বলে উঠল, মা নেমে পড়ো, পিছপা হয়ো না। কেননা তুমি সত্যের উপরই আছ।

১১। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মাকদিসে যাওয়া বা আসার পথে মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাও দেখতে পেয়েছিলেন।

শবে মিরাজের সকাল বেলা। নবীজী হাতীমে কাবায় চিন্তিত মন নিয়ে একান্তে বসে আছেন। মনে মনে ভাবছেন, রাত্রে সংঘটিত মিরাজ ও ইসরার কথা প্রকাশ করলে মানুষ আমাকে মিথ্যুক ঠাওরাবে নাতো? ইতিমধ্যে কাছ দিয়ে যাচ্ছিল আবু জাহল। নবীজীর কাছে বসে বিদ্রূপের ছলে বলল, কোনো ব্যাপার আছে না কি? নবীজী বললেন, হাঁ। সে বলল কী? তিনি জবাব দিলেন, আজ রাতে আমার মিরাজ হয়েছে । সে বিস্ময়ের সাথে সুধাল, কতদূর পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল? নবীজী বললেন, বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত। সে আরও ঠাট্টা করে বলে উঠল, চমৎকার তো! এরপর সকালেই তুমি আমাদের কাছে এসে গেলে? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আবু জাহল কথা না বাড়িয়ে তাঁকে বলল, আচ্ছা ! আমি যদি পুরো কওমকে ডেকে নিয়ে আসি তাহলেও কি তুমি একই কথা বলতে পারবে? নবীজী আরও সুদৃঢ় হয়ে বললেন, অবশ্যই। আবু জাহল লুয়াই ইবনে কা'ব গোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগল। আর তারাও দলে দলে খানায়ে কাবায় সমবেত হতে লাগল। সকলে এসে উপস্থিত হলে আবু জাহল বলল, আমাকে যা কিছু তুমি শুনিয়েছিলে, পারলে তা এদের কাছেও ব্যক্ত করো। নবীজী পুনরায় একই ঘটনা তাদের সম্মুখে ব্যক্ত করলে কিছু লোক বিস্ময়ে হাতের উপর হাত রাখল। আবার অনেকেই হতবাক হয়ে মাথায় হাত দিল। তারা বলল, তাহলে তুমি কি আমাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে? উল্লেখ্য, উপস্থিত অনেকেই বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল।

নবীজী বলেন, আমি তাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলাম। কিছু বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। মনে মনে আমি খুব চিন্তিত হচ্ছিলাম। আমি তখনও কাবার হাতীমে পুরো কওমের সামনে দণ্ডায়মান, ইতিমধ্যেই পুরো বায়তুল মাকদিস আমার চোখের

সামনে উদ্ভাসিত করা হল। আকীলের ঘরের উপর উদ্ভাসিত বায়তুল মাকদিস আমি স্বচক্ষে দেখে দেখে সব কিছু নিসংকোচে বলতে লাগলাম। শুনে উপস্থিত লোকেরা মন্তব্য করল, মানচিত্র ও অবস্থা তো সঠিকই বর্ণিত হয়েছে।

মক্কার কোনো পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। মক্কার কাফেররা তাকে এ বিস্ময়ের কথা বলে সুধাল, তবুও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে? হযরত আবু বকরের হৃদয়ে ঈমানের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল। তিনি এক আকাশ আস্থা নিয়ে সুদৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি তো এর চেয়েও আরো দূরের অনেক জটিল বিষয়েও তাঁকে বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে আসা আসমানী বার্তাসমূহের উপর রয়েছে আমার অটল বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ঈমান।

তথ্যসূত্র :

https://www.alkawsar.com/bn/article/3317

৫। ইসরা ও মিরাজের সত্যতা ও মুজিযা :

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন : নবী (সা:)-এর নবুওয়াত লাভের পর স্বশরীরে অ◌াত্মা ও দেহযোগে জাগ্রতবস্থায় একইরাত্রে ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়।এাট অধিকাংশ বিদ্বানদের মত ও সঠিক মত।

[ফাতহুল বারী ১/৫৯৬ পৃষ্ঠা]

আল্লাহ তা'আলা ইসরা সম্পর্কে বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। [সুরা বনী-ইসরাঈল - ১৭:১]

তিনি মিরাজ সম্পর্কে বলেন :

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল [সুরা নাজম - ৫৩:১৩]

عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

সিদরাতুলমুন্তাহার নিকটে [সুরা নাজম - ৫৩:১৪]

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। [সুরা নাজম - ৫৩:১৫]

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। [সুরা নাজম - ৫৩:১৬]

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। [সুরা নাজম - ৫৩:১৭]

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। [সুরা নাজম - ৫৩:১৮]

এ হল পবিত্র কুরআনের ভাষ্য, আর বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য সহীহ হাদীসের কিতাবে ইসরা ও মিরাজের ইতিবৃত্ত বর্ণীত হয়েছে।তাই এটি নবী(সা:) এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমানের এক বলিষ্ঠ দলীল।

৬। প্রচলিত শবে মিরাজ উদযাপন :

হিজরি বর্ষের রজব মাস এলেই সে মাসের একটি রাত বা গোটা মাসই এক শ্রেণীর মুসলমানেরা মিরাজের রাতের দোহাই দিয়ে নানা রকম আনন্দোৎসব, মনগড়া 'ইবাদাত বন্দেগী, ওয়াজ মাহফিল ও খাজাবাবার সিন্নি বিতরন, চাঁদাবাজি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে সকল মুসলিমেরা এবং তাদের মুরশিদেরা একটু চিন্তা করলেন ও না যে, এ প্রচলিত শবে মিরাজ উদযাপনের কোন ভিত্তি অাছে কিনা? একটু অনুসন্ধান করলেই এই দিন উদযাপনের অসাড়তা ধরা পরে।এটি এমন এক ইবাদত যা মানুষকে জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। তাই অামাদের উচিত প্রচলিত শবে মিরাজের দিন-তারিখের সত্যতা, অতঃপর একে কেন্দ্র করে নামায,রোযা ইত্যাদি সঠিকতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা করা।

৭। মিরাজের দিন-তারিখ :

পূর্বের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসরা ও মিরাজ একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ইসরা ও মিরাজ কোন দিন, মাস ও বৎসরে সংঘটিত হয়েছে - এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদিসে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কোন বক্তব্য না থাকায় বিদ্বানগন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন নবী (সা:) এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই মিরাজ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু এটা বিরল।এখন নবুওয়াতের কোন বর্ষে, কোন মাসে,কোন দিনে সংঘটিত হয়েছে - এ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে যা নিম্নে আলোকপাত করা হল:

১। নবুওয়াত লাভের বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়।

২। নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পর মিরাজ সংঘটিত হয়।

৩। নবুওয়াতের দশম বছরে রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে।

৪। হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াতের ১২তম বছরে রবিউল অাউয়াল মাসের ২৭শে রাত্রিতে।

৫। হিজরতের আট মাস পূর্বে রমজানের ২৭শে রাত্রিতে।

৬। হিজরতের ছয় মাস পূর্বেই।

৭। হিজরতের পূর্বে রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে।

৮। হিজরতের এক মাস ও তিন মাস পূর্বে যিলহজ্জ মাসে।

ইত্যাদি একাধিক মত রয়েছে।

[**তথ্যসূত্র :** আর- রাহিকুল মাখতূম (পৃ: ১৩৭), আল বিদা'-হাওলিয়া (পৃ: ২৭০-২৭৪)]

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

উপরোক্ত মতামতসমূহ হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হওয়ার রাতটির তারিখ নির্ধারিত কারো জানা নেই, কেননা এর সঠিক কোন প্রমান নেই।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনে কাছির(রহ.) বলেন :

যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসরা ও মিরাজ রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছে সে হাদীস সঠিক নয় বরং তার কোন ভিত্তি নেই।

[**তথ্যসূত্র :** আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১০৭]

ইমাম আবূ শামাহ (রহ.) বলেন:

অনেক আলোচক বলে থাকেন যে, ইসরা ও মিরাজ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছে মূলত: এটা হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে এক ডাহা মিথ্যা কথা।

[আল বায়েছ ফী ইনকারিল বিদা পৃ:৭১]

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

মিরাজ সংঘটিত হয়ার মাস,দশক বা নির্ধারিত দিনের কোন অকাট্য প্রমান নেই।

[যাদুল মা'আদ পৃ: ১/৫৭]

অতএব প্রচলিত সমাজে যে মতের উপর ভিত্তি করে শবে মিরাজ পালন করা করা হয় তা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতে সঠিক নয় বরং মিথ্যা।ইমামদের মত ছাড়াও আমরা যদি বাস্তব ইতিহাসের নিরিখে প্রমান করতে যাই তুবও সে মতটি প্রত্যাখাত হয়। কারন আমরা জানি, মিরাজের রাতেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয় আর ইতিহাস প্রমানে করে যে, খাদিজাহ্(রাযি.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়নি, তাহলে কিভাবে সে রমজান মাসের দু'মাস পূর্বে রজব মাসে মিরাজ সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং প্রচলিত সমাজে শবে মিরাজ পালনের রাত বা মাসটি কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং বাস্তব ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী এক বানোয়াট মিথ্যা তারিখ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৮। শবে মিরাজের বিদাআতী ইবাদাত :

প্রচলিত সমাজে মিরাজকে কেন্দ্র করে রজব মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাত,সিয়াম, ওয়াজ-মাহফিল, রাত্রি জাগরন,আনন্দোৎসব, খাজা বাবার সিন্নি বিতরন ইত্যাদি আবিষ্কার হয়েছে এবং এক শ্রেণীর দাজ্জাল ও মিথ্যুক জাল হাদীস তৈরী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এসব এসব ইবাদতের সত্যতা যাচাই করা হল।

৮.১। সালাতুর রাগাইব :

রজব মাসকে কেন্দ্র করে যেসব বিশেষ সালাত অাদায় করা হয় এটি অন্যতম।। আনাস (রাযি.) এর বরাত দিয়ে নবী (সা:) হতে বর্ননা করা হয়, যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রেখে মাগরিব ও ইশার মাঝে দু রাকাত করে বার রাকাত নামাজ পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা, অতঃতর সূরা কদর তিন বার এবং সূরা ইখলাস বার বার এভাবে নামাজ শেষে সত্তর বার দরুদ পড়বে এবং বিশেষ মুনাজাত করবে,তাহলে এ নামাজ তার কবরে এসে সকল বিপদ মুসিবত দূর করবে.........নাউজুবিল্লাহ।

ইমাম গাযযালী (রহ.) এর মত ব্যক্তি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহইয়াউ উলূমিদ্দিন এ বলেন: এ নামাযের নাম হল রজবের নামায,এটা মুস্তাহাব নামায,যদিও ঈদ ও তারাবীর নামাযের মত এটা প্রমাণিত নয়,কিন্তু ফিলিস্তিনবাসীদেরকে গুরুত্বসহকারে এটা আদায় করতে দেখে আমি এ নামাযের উপস্থাপনা ভাল মনে করেছি।

মূলতঃ এসব ব্যক্তির এরুপ ব্যক্তব্য ও গ্রন্থই মানুষকে বিদাআতের দিকে ধাবিত করার জন্য যথেষ্ট। কারন নামায সম্পর্কিত বর্ননাগুলো সকল মুহাদ্দিসদের ঐক্যমতে জাল-বানোয়াট ও মিথ্যা।।

[কিতাবুল মাওযুয়াত ২/১২৪, পৃঃ ১২৫]

বস্তুত ঃ এ সলাতুর রাগাইব সর্বপ্রথম ৪৮০ হিঃ ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হয়।এর পূর্বে নবী (সা:), সাহাবীগন এবং তাবিয়ীগন এবং ৪৮১ হিজরির পূর্বে কোন সালাফ আদায় করেছেন বলে কোন সঠিক প্রমান নেই।

[আল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদা পৃ:১২২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন :

"সকল ইমামদের ঐক্যমতে সালাতুর রাগাইব বিদাআত কারন রাসূল(সা:) বা কোন খলিফা এটা চালু করেননি এবং ইমাম মালিক,শাফিঈ,আহমদ, আবূ হানিফা,ছাওরী,আওযাঈ,লাইছ (রহ.) ইত্যাদি কেউই এটা পছন্দ করেননি। এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ননা করা হয় সকল মুহাদ্দিসদের ঐক্যমতে তা মিথ্যা ও বানোয়াট।।

[মাজমু ফাতওয়া ২৩/১৩৪]

অতএব শবে মিরাজকে কেন্দ্র করে সালাতুর রাগাইব সহ সকল প্রকার বিশেষ সালাত বিদাআত, যা হারাম হিসেবে অবশ্যই বর্জনীয়।

৮.২। বিশেষ রোযা পালন :

শবে মিরাজকে কেন্দ্র করে রজব মাসের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও ২৬ তারিখে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে প্রচলিত সমাজে অনেক মিথ্যা ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি রয়েছে।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন:

রজব মাসের ফজিলত বর্ননায় সে মাসে রোযার ফজিলত বর্ননায় বা এ মাসে কোন নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখা বা,রাত্রি জাগরন সম্পর্কে কোন দলিলযোগ্য সহীহ হাদীস প্রমানীত নয়।

[আল বিদা আল-হাওলিয়া ২১৪ পৃ]

সুতরাং রজব মাসে বিশেষ রোযা রাখার ব্যাপারে সব হাদীসই দূর্বল বরং জাল বা বানোয়াট যা কোন মুহাদ্দিসের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।অতএব তা বর্জনীয়।

৮.৩। শবে মিরাজের অনানুষ্ঠানিকতা:

তথাকথিত ২৭শে রজব রাত্রিটি শবে মিরাজ বা মিরাজের রজনী বলা হয় এজন্য যে সব অনানুষ্ঠানিকতা, মাসজিদের আলোকসজ্জা ও খাওয়া-দাওয়ার অায়োজন-বিয়োজন করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত আলিমে দ্বীন আল্লামা শায়েখ ইবনে বায (রহ.) বলেন: মিরাজের রজনীকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অনানুষ্ঠানিকতায় লিপ্ত হওয়া বৈধ না। কারন নবী (সা:) ও তার সাহাবায়ে কিরামগন (রাযি.) মিরাজের রাতকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অনানুষ্ঠানিকতা করেননি এবং বিশেষ কোন ইবাদতের প্রচলন ঘটাননি।অতএব এ অনানুষ্ঠানিকতা যদি শারীআত সম্মত কাজ হতো তাহলে অবশ্যই নবী (সা:) স্বীয় উম্মতকে তার কথা বা কাজের মাধ্যমে বর্ননা করতেন এবং সাহাবীগন তা বর্ননা করতেন।সুতরাং এটি একটি ভ্রান্ত বিদাআত যা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

[আল বিদা ওয়াল মুহদাছাত পৃ:৫৮৯-৫৯০]

৯। আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রচলিত শবে মিরাজ উদযাপনের পরিণতি :

৯.১। আল কুরআনের আলোকে :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা নাজমে ইসরা ও মিরাজের আলোচনা তুলে ধরেছেন,তাই এর প্রতি আমাদের অবশ্যই ইমান আনতে হবে কিন্তু প্রচলিত শবে মিরাজ উদযাপনের দিন তারিখ বা অনানুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে কুরআনের কোথাও কোনরূপ ইঙ্গিত নেই বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

অর্থঃ "আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক।" [সুরা হাশর - ৫৯:৭]

আমরা দেখতে পাই, রাসূল (সা:) এরুপ শবে মিরাজ উদযাপনের কোন আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন বলে কোন সঠিক প্রমান নেই।তাই এটা রাসূল(সা:) এর অনুসরণ নয় বরং তার বিরোধীতা, আর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ''তাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধচারন করে, ফলে তাদেরকে ফিতনা বা বিপর্যয় পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক। শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"

[সুরা নুর - ২৪:৬৩]

৯.২। সহীহ হাদীসের আলোকে:

নবী (সা:) বলেন:

الذي يكتشف لنا في الدين شيئًا لم يكن فيه فهو مردود

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে কাজে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা তাতে ছিল না তা (প্রত্যাখানযোগ্য।" [সহীহ মুসলি ১৭১৮]

কারন এসব 'ইবাদাত হলো বিদ'আত যা ভ্রান্ত বা গুমরাহী। নবী (সা:) বলেন:

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

প্রতিটি নবাবিষ্কৃত ইবাদাতই হলো বিদাআত আর প্রতিটি বিদাআত হলো ভ্রান্ত পথভ্রষ্টতা।

[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ]

অন্য বর্ননায় এসেছে :

"النَّارِ فِي ضَالٍّ كُلُّ"

"সব গুমরাহীই জাহান্নামের পথে"

[সহীহ নাসায়ী]

অতএব শবে মিরাজ উদযাপন মানুষের জন্য হিদায়াত নয় বরং যালালাত। গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা, যেহেতু তা ইসলামের ইবাদাত নয়।

১০। ইসরা ও মিরাজ করনীয় ও বর্জনীয় :

ইসরা ও মিরাজ ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অতএব মুসলিম উম্মাহর ইসরা ও মিরাজকে কেন্দ্র করে অবশ্যই কিছু করনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। আবার প্রচলিত সমাজে ইসরা ও মিরাজকে কেন্দ্র করে অনেক বাহুল্যতা চালু আছে যা বর্জনীয়। নিম্মে সংক্ষিপ্তভাবে ইসরা ও মিরাজে করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হল:

১০.১। ইসরা ও মিরাজে করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

১০.১.১। ইসরা ও মিরাজের প্রতি ঈমান:

ইসরা ও মিরাজ ইসলামে একটি বাস্তব ও সত্য বিষয়।আল্লাহ তা'আলা পবিএ কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈলে ১ম আয়াতে ইসরা বা মাসজিদে হারম হতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিবেলা ভ্রমনের কথা বর্ননা দিয়েছেন।আর সূরা নাজম এর ১৩ হতে ১৮ আয়াতে মিরাজ বা উর্ধ্বগমনের বিষয় বর্ননা দিয়েছেন। অপরপক্ষে সহীহ বুখারী, মুসলীম সহ অসংখ্য সহীহে হাদীসে ইসরা ও মিরাজ সংক্রান্ত নবী(সা:) ও সাহবীদের বর্ননা স্থান পেয়েছে।

অতএব কুরআন ও হাদীসে ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে যেরূপ বর্ননা এসেছে অনুরুপ এর প্রতি ইমান স্থাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম তাহাবী (রহ.) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়েতের অাকিদা বিশ্বাস বর্ননা করতে গিয়ে বলেন :

"মিরাজ হক্ক বা সত্য বিষয়,আরো হক্ক কথা হলো যে,নাবী(সা:) কে স্বশরীরে ও জাগ্রতবস্থায় রাত্রিবেলা ভ্রমন ও উর্ধ্বগমন করানে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যত ইচ্ছা তাঁকে উর্ধ্বজগতে নিয়েছেন,তাঁকে সম্মানিত করেছেন,আর তিনি যা দেখেছেন সত্যই বর্ননা দিয়েছেন।"

[শারহুল আক্বীদাহ আত্-তাহাবীয়্যহ পৃ:২২৩]

১০.১.২। মিরাজের রাত্রিতে অবতীর্ন হওয়া ইবাদাত পালনে সচেষ্ট হওয়া:

আমরা অনেকই জানি যে, মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সবচেয়ে বড় নির্দেশ হল পঞ্চাশ রাকাত সালাত।আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা:) মূসা(আ:) এর পরামর্শে স্বীয় উম্মাতের প্রতি দয়াশীল হয়ে বারংবার আল্লাহর কাছে আবেদন করলে পঞ্চাশের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নেমে আসে।অবশ্য আল্লাহর ঘোষনা হল :

"مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فَإِنَّهُ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ"

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পাদন করবে সে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব লাভ করবে।"

[সহীহ বুখারী, হা:৩৪৯]

এ হল ফজিলতের বিষয় আর ধমকির বিষয় হল রাসূল (সা:) বলেন :

"الفرق بين المؤمن والكافر الصلاة"

"একজন (মুসলিম) বান্দা ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা।"

[মুসলীম, মিশকাত পৃ ৪৮]

এ হাদীসে সালাত বর্জনকারীকে কাফির বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল মিরাজকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সমাজে দূর্বল ও বানোয়াট প্রমানের আলোকে রাত্রি জাগরন, বিশেষ সালাত ও মিলাদ - মাহফিল ইত্যাদি অপচর্চা শুরু হয়েছে। অথচ মিরাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাঁ ওয়াক্ত সালাত, যা ব্যতীত কেউ পূর্ন মুমিন হতে পারে না সেদিকে ঐ শ্রেণীর কোন গুরুত্ব নেই।

অতএব মিরাজের অন্যতম শিক্ষা হল : মিরাজ আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

১০.১.৩। আল্লাহ তা'আলার স্ব -সত্তায় উর্ধ্বে অবস্থান :

আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ -বিশ্বাস বর্ননাকারীর অন্যতম -ইমাম ইবনু আবিল ইযয আল হানাফী (রহ.) মিরাজ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে বলেন:

"যে ব্যক্তি মিরাজের বিষয়ে চিন্তা করবে সে এতে আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বে হবার একাধিক দলিল প্রমান পেয়ে যাবে।

[শারহুল আক্বীদাহ আত্-তাহাবীয়্যহ পৃ:২২৬]

সমাজে প্রচলিত "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান " এরুপ বাতিল বিশ্বাস যা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী, মিরাজের ঘটনাও প্রমান করে এটা বাতিল বিশ্বাস। বরং আল্লাহ তা'আলা স্ব-সত্তায় উর্ধ্বে রয়েছেন, এটাই প্রমান করে যে মিরাজের বাস্তব ঘটনা।

কারন নবী(সা:) মিরাজেই আল্লাহ তা'আলার নিকটে যাওয়ার সুযোগ পান এবং এ সুযোগ পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি।এটাই প্রমান করে পৃথিবীর কোথাও নয় বরং আল্লাহর স্ব-সত্তায় অবস্থান হল সপ্ত আসমানের উর্ধ্বে আরশে আযিমের উপরে।মূলত এ পরিচয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন।যেমন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

অর্থঃ"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত। "

[সূরা ত্ব-হা -৫]

১০.১.৪। বক্তা ও আলোচকদের করুন পরিণতি :

প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল(সা:) বলেন: আমি মিরাজের রজনীতে দেখলাম আগুনের কেচি দিয়ে কিছু মানুষের ওষ্ঠদয় কেটে নেয়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তাদের একরুন অবস্থা কেন?জিবরীল বললেন : এরা হল আপনার উম্মাতের বক্তা ও আলোচকবৃন্দ, যারা মানুষকে কল্যানের দিকে ডাকত কিন্তু নিজেদের বিষয় ভুলে যেত,অথচ তারা কুরআন পড়ে,আসলে তারা কি কিছু উপলব্ধি করত না?

[মুসনাদে আহমদ –হাসান]

অনেক বক্তা আছেন যারা মানুষকে আলোচ্য বিষয় ভালভাবে বুঝানোর জন্য নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন যাতে শ্রোতা ভালভাবে বুজতে পারে।পক্ষান্তরে বক্তা নিজেই তা পালন তা পালন করে না,এতে মনে হয় যেন সে নিজেই তা উপলব্ধি করেনি,তাই মানুষকে পালন করার উপদেশ দিলেও নিজে উদাসীন, এমন ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে।মিরাজের বিষয় থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহন করা উচিত।।

১০.১.৫। পরনিন্দাকারী ও ব্যভিচারীদের শাস্তি :

রাসূল(সা:) মিরাজের রাতে আরো যেসব ব্যক্তির শাস্তিভোগ ও করুন পরিণতি দেখেন তারমধ্যে হলো গীবত বা পরনিন্দাকারীদের শাস্তি। তিনি (সা:) দেখলেন, একদল মানুষ যাদের হাতের নখগুলো তামার এবং বিশাল আকৃতির ও খুব ধারালো, তার ধারালো নখ দিয়ে নিজের চেহারা এবং বক্ষ হতে গোশত খামচা মেরে ছিড়ছে। নবী (সা:) জিবরীল কে জিজ্ঞেস করলেন,এরা কারা এবং কেন তাদের এ কঠিন শাস্তি? জবাবে জিবরীল বললেন : তারা হল ঐসব মানুষ যারা অন্যের গোশত ভক্ষন করত এবং মানহানিকর কর্মে লিপ্ত হত।অর্থাৎ তারা গীবত-পরনিন্দায় লিপ্ত ছিল ছিল,এজন্য তাদের এ করুন শাস্তি। [মুসনাদে আহমদ –সহীহ]

অনুরুপ নবী (সা:) ব্যভিচারী নর-নারীদের করু শাস্তির দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেন।

সুতরাং মিরাজের বাস্তব চিত্র হতে আমাদের এসব শিক্ষা গ্রহন করে ইমান ও আদর্শকে আরো সুন্দর করা উচিত।

১০.২। ইসরা ও মিরাজে বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

১০.২.১। দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা:

ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়েছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই কিন্তু কোন সনে বা মাসে বা তারিখে সংঘটিত হয়েছে তা কোন সঠিক দলীল-প্রমানে প্রমানীত নয়।তাই কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখে বিশেষ কোন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

১০.২.২। ইসরা ও মিরাজে বিশেষ ইবাদাত করা:

ইসরা ও মিরাজের কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ কোন বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা প্রমানীত নয়।তাই এ উপলক্ষে কোন বিশেষ ইবাদাত যেমন : নামাজ,রোযা,তাসবীহ ও তিলাওয়াত ইত্যাদি পালনের কোন দলিল নেই।এতদস্বত্তেও কোন ইবাদতে লিপ্ত হলে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহগার হতে হবে।কারন নবী (সা:),তার সাহাবীগন কিংবা তাবে-তাবেঈন গন কেউ এ দিন উপলক্ষে ইবাদতে লিপ্ত হন নি।অতএব শবে মিরাজের বিশেষ ইবাদাত শারীআতসম্মত নয়। সুতরাং এটি বর্জন করা একান্ত কর্তব্য।

১০.২.৩। জাহেলী যুগের প্রথার অনুসরণ ও পুনঃপ্রচলন:

রাসূল (সা:) ও সাহাবীগনের মাঝে রজব মাসে মিরাজকে কেন্দ্র করে কোন সালাত, সিয়াম ও কুরবানি ছিল না। কিন্তু তাদের পূর্বে জাহেলী যুগে রজব মাসকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। এ মাসে বিশেষ নজর-নেওয়াজ ও কুরবানি দেওয়া হত।সাহাবী যুগে যাতে কোন জাহেলী প্রথা পু:প্রচলন না হয় এজন্য তারা অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যেমন অ◌ামিরুল মু'মেনীন উমার ইবনে খাত্তাব (রাযি.) এর যুগে যারা রজব মাসে বিশেষ রোযা রাখত তাদের গ্রেফতার করে প্রহার করতেন এবং রোযা ভেঙে ফেলার জন্য খেতে বাধ্য করতেন এবং বলতেন : রকব এমন মাস যাকে জাহেলী যুগের লোকেরা বড় সম্মান করত ও গুরুত্ব দিত।

[আল বিদা আল হাওলিয়াহ পৃ:২৩৪]

অতএব আল্লাহভীরু প্রতিটি মুসলিমের উচিত রজব মাসের জাহেলী প্রথার অনুসরণ পরিহার করা।

১০.২.৪। শবে মিরাজের অনানুষ্ঠানিকতা :

মিরাজের রজনীকে কেন্দ্র করে করে প্রচলিত সমাজে বহু ধরনের অনানুষ্ঠানিকতা ও আয়োজন-বিয়োজন হয়ে থাকে। বিশেষ করে মাসজিদ-মাজার ইত্যাদির আলোকসজ্জা ও মিলাদ -মাহফিল এবং খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হয় যার বাস্তবতা থাকলেও আনুষাঙ্গিক কর্মকাণ্ড যা রজব মাসে হয়ে থাকে এর কোন সঠিক ভিত্তি না থাকায় এ অনর্থক কর্মকাণ্ড বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কর্তব্য।

১১। শেষকথা :

ইসরা ও মিরাজ রাসূল (সা:) এর নবুওয়াতের সত্যতার এক জলন্ত উদাহরণ। এটি এমন এক মুজিযা যা আল্লাহ তা'আলা একমাত্র রাসূল(সা:) দিয়েছেন।এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যেমন একদিকে তাঁর সম্মান আরো বৃদ্ধি করেছেন তেমনি তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সৃষ্টিজগতকে অবহিত করেছেন।তাই রাসূল (সা:)-এর উম্মাত হিসেবে আমাদের উচিত ইসরা ও মিরাজ থেকে শিক্ষা গ্রহন করা,নিজেদের জীবনে এ শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এবং মেরাজের নামে আমাদের সমাজে যেসব প্রথা,ইবাদাত প্রচলিত আছে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

আল্লাহ সুবহানাতা'আলা আমাদেরকে সকলকে ক্ষমা করুন এবং ইসলামের ছাঁচে নিজেদের গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন।আমিন।।

তথ্যসূত্রসমূহ(সার্বিকভাবে যেসব বই ও ওয়েবসাইট থেকে সহযোগীতা নেওয়া হয়েছে) :

১।আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মি'রাজ করনীয় ও বর্জনীয়।। আবূ আব্দুল্লাহ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

২। সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজুন্নবীর ঘটনা-

https://www.alkawsar.com/bn/article/3317

https://www.alkawsar.com/bn/article/2542/

৩। শবে মেরাজ এর ইবাদত-

https://ifatwa.info/38352/?show=38352#q38352

৪।শবে মেরাজ এবং উম্মাহর ঐক্য-

https://ifatwa.info/12704/

৫। http://ihadis.com/

৬। https://www.hadithbd.c

৭। https://quran.habibur.com/

Assignment Prepared By:

Name: Shafayat Hassan Siddiquee.

Profession: Engineer, GPH ispat Ltd.

Address : 287/A, Halisohor Road, Agrabad,Chittagong.

Email: Shafayathasan53@gmail.com.

Phone : 01687450203.